অভূতপূর্ব অতিমারি ও এক শিক্ষিকার অনুভব

করোনা অতিমারির প্রেক্ষিতে একজন শিক্ষকের প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে লেখার ফরমায়েশ দেখে আমার প্রথম প্রতিক্রিয়া ছিল শতং বদ মা লিখ । কিন্তু নিজের মধ্যেকার টানাপোড়েন উথালপাথাল এর জেরে কলম আপনি সরতে লাগলো। শিক্ষক হিসেবে এই অতিমারি আমার মধ্যে জন্ম দিয়েছে এক সত্ত্বার সংকট। একদিকে ছাত্র-ছাত্রীদের প্রাণোচ্ছল উপস্থিতি , যা দেখলে মনে হয় ' ধরায় উঠেছে ফুটি শুভ্র প্রাণ গুলি/ নন্দনের এনেছে সংবাদ ' এর অভাব, আর অন্যদিকে ভয়ংকর এক না দেখা শত্রুর সঙ্গে লড়াই। একদিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার তাগিদ আবার অন্যদিকে পারস্পরিক দূরত্ব বিধি মেনে চলার নির্দেশ। এই দুই বিপরীত মেরুর সামঞ্জস্য বিধান কি করে সম্ভব? তবে ছাত্র-ছাত্রীদের শুধু শিক্ষক নয়, অভিভাবক হিসেবে কামনা করব ওদের সুস্থ জীবন। হালকা সুরে বলতে গেলে আপনি বাঁচলে পরীক্ষার নাম। ছোট্ট একটা ব্যক্তিগত উদাহরণ দিই ।প্রথমদিকে সব শিক্ষক-শিক্ষিকারা অন্তর্জালে প্রবল উদ্যমে পঠন পাঠন শুরু করে দেন । আমার ইতিহাস বিভাগ একটু ঢিমে তালে চলে। ছাত্র-ছাত্রীরাও নিজেদের কিছুটা বঞ্চিত মনে করছিল নিজেদের; যেন ওদের মানুষ হওয়ায় কিছুটা ঘাটতি দেখা দিল ।বেগতিক দেখে আমার মত সেকেলে আনাড়ি শিক্ষকও ওদের কয়েকটা বিষয়ে অন্তর্জালের সাহায্যে বুঝিয়ে দিই। এবার আমার হতাশ হওয়ার পালা। মাত্র ৪/৫ টি ছাত্র এতে অংশগ্রহণ করে। কেন? মনের মধ্যে তোলপাড় করে এই প্রশ্ন। এত আগ্রহে এর মধ্যেই ভাঁটা। ইতিমধ্যে অন্য বিভাগের উৎসাহেও টান পড়তে শুরু করেছে। অনেকে হয়তো পাঠ্যসূচির বিষয়গুলি কবেই আলোচনা করে ফেলেছেন। কিন্তু ছাত্র-ছাত্রীরা প্রশ্ন করছে না কেন? সবাই কি বুঝে ফেলেছে? অনেক কথা বোধগম্য হতে সময় লাগে। মনে হল তাই তো অনেক ছাত্র-ছাত্রীর তো অন্তর্জালের সংযোগ নেই। সত্যিই তো জানিনা তারা কে কেমন পরিস্থিতিতে আছে। সংসারের চাকা গড়গড়িয়ে চলছে কি? সবাই কি দুধে ভাতে আছে ?সকলের পরিবারের চাকুরে মানুষটি নিয়মিত বেতন পাচ্ছেন তো ? পারিবারিক ব্যবসা বন্ধ হয়ে যায়নি তো ?আচ্ছা, পরিবারের কেউ অদেখা শত্রুর আক্রমণে অসুস্থ হয়ে পড়েনি তো ? পরিবারের কেউ কি বাইরে গিয়েছিলেন কাজের তাগিদে? তারা কি ফিরেছেন, কেমন আছেন তারা? বিপুলা এ পৃথিবীর কতটুকু জানি? আমি যে পরীক্ষার প্রশ্নপত্র তৈরি করব ছাত্রছাত্রীদের জন্য, তা আমি কি এত প্রশ্নের উত্তর জানি ! যে শিক্ষক জীবনের আসল প্রশ্নের সামনে দাঁড়িয়ে বলে উত্তর জানিনা, সে কি ছাত্রদের প্রশ্ন করার যোগ্যতা হারায় নি? বড় পলিটিক্যালি ইনকারেক্ট লাগে এই সব কথা। কিন্তু এই ব্যক্তিগত উপলব্ধি নিজেকে তাড়িয়ে বেড়ায়। বিশ্ববিদ্যালয়ের অব্যবস্থায় অনেকেই একটি শিক্ষাবর্ষ হারিয়েছেন কিন্তু তার জন্য ভবিষ্যৎ তাদের শাস্তি দেয়নি। জীবনের ক্ষেত্রে একটি শিক্ষাবর্ষ হারিয়ে যাওয়ার কথা কোন ক্যালেন্ডারেই লেখা থাকেনা। তবে এত ভাবনা কেন? গেল গেল রব উঠছে কেন? এবছর মুখ রক্ষা করার জন্য যেনতেন প্রকারেণ পরীক্ষা নেওয়া তো একরকম ভাবের ঘরে চুরি! ছাত্রদের কি তাতেই মঙ্গল হবে ? তার চেয়ে যদি শিক্ষকরা ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে যোগাযোগ করি ,তারা কেমন আছে কোন সমস্যা হচ্ছে কিনা সেই খোঁজ করতে পারি তাহলে তা হবে সদর্থক পদক্ষেপ । অনেকে দেখছি ছাত্র-ছাত্রীদের অনুপ্রাণিত করছেন তাদের বহুমুখী প্রতিভার প্রকাশ ঘটাতে । অতিমারিতে এ এক সদর্থক প্রয়াস। এ প্রয়াস দীর্ঘজীবী হোক !পঠিত বিষয় মুখস্থ করে

তা পরীক্ষার খাতায় উগরে দেওয়াই একমাত্র শিক্ষা নয়। সৃষ্টিশীল সম্ভাবনা , যার দ্বার খুলে দিয়েছে এই অতিমারি , তাই প্রকৃত শিক্ষা। এই শিক্ষার অনুশীলন হোক। ছোটবেলায় ছড়া শিখেছিলাম - ' বিশ্বজোড়া পাঠশালা মোর, সবার আমি ছাত্র /নানান ভাবের নানান জিনিস শিখেছি দিবারাত্র।/ এই পৃথিবীর বিরাট খাতায় , পাঠ্য যে সব পাতায় পাতায় / শিখেছি সে সব কৌতুহলে , সন্দেহ নেই মাত্র !' করোনা আবহে , না হয় এই শিক্ষাই ছড়িয়ে পড়ুক শিশুমনে।

গোপা বসু মণ্ডল
ইতিহাস বিভাগ (দিবা)